দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 8 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ বছরে ১৬ ছাত্র খুন

বিচার হয়েছে মাত্র একটি ঘটনার

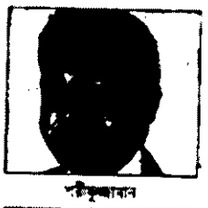
শরীফুজ্জামান

সানি

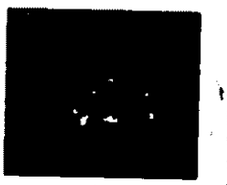
ফারুক

নাসিম

সজীব

■ রাজশাহী থেকে ফিরে আবুল খায়ের, আনিসুজ্জামান ও শাকির আহমদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২০ বছরে ১৬ ছাত্র ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী খুন হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। বাকী ১৫টি হত্যাকাণ্ডের বিচার আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। খুনিরা বীরদর্পে প্রশাসনের সামনে ঘুরে বেড়ালেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হলে বিচার হয় না। মামলা তদন্তের নামে চলে অনিয়ম ও উৎকোচ বাণিজ্য। ঘন ঘন পরিবর্তন করা হয় তদন্ত কর্মকর্তা। এ অবস্থায় বিচার প্রাপ্তির আশা ছেড়ে দিয়েছেন নিহতদের স্বজনরা।

উল্লেখযোগ্য হত্যাকাণ্ডগুলো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের হামলায় ১৯৯২ সালে জাসদের ইয়াসির আরাফাত টিটু মারা যায়। ১৯৯৩ সালে শিবিরের হাতে ছাত্রদল নেতা বিশ্বজিত, নতুন ও ছাত্র ইউনিয়নের তপন এবং ছাত্রলীগের মনজুর এলাহী নিহত হন। ১৯৯৫ সালে শিবিরের হাতে ছাত্রমৈত্রীর জুবাইয়ের হোসেন রিমু ও ছাত্রলীগ নেতা রূপম ভট্টাচার্য নিহত হন। ১৯৯৬ সালে শিবিরের হাতে জাসাসের সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, ২০০৪ সালে ছাত্রদলের হাতে শিবিরের সাইফুদ্দিন, ২০০৯ সালে শিবিরের শরীফুজ্জামান নোমানী, ২০১০ সালে ছাত্রলীগের নসরুল্লাহ নাসিম, শিবিরের হাতে ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হোসেন ও ছাত্রলীগের আব্দুল আজিজ সজীব মারা যায়।

২০১০ সালে ৭ জানুয়ারি ছাত্রমৈত্রী নেতা রেজোয়ানুল ইসলাম চৌধুরী সানি হত্যাকাণ্ডে ১০ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছে আদালত। এরমধ্যে ছাত্রলীগ নেতা নিজাম উদ্দিন ও সাদ্দাম হোসেন তুষারকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়।

ফারুক হোসেন হত্যা

২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল এবং পার্শ্ববর্তী মেসে অবস্থানরত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ওপর আকস্মিক সশস্ত্র হামলা চালায়। ওই রাতে নিরস্ত্র ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আক্রান্তের পর পুলিশের সঙ্গে ছাত্রশিবির নেতা-কর্মীদের রাতভর ব্যাপক সংঘর্ষ চলে। এই সংঘর্ষে শিবিরের ক্যাডারদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মী ও গণিত বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী ফারুক হোসেন নির্মমভাবে খুন হয়। আহত হয় পুলিশসহ ছাত্রলীগের অর্ধশত নেতা-কর্মী। ওই রাতে ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা ছাত্রলীগের তিনজন নেতা-কর্মীর হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয়। সেই সময় ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল ইসলাম এ ঘটনায় বাদী হয়ে ছাত্রশিবিরের ৩৫ জন নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ১৫-২০জনকে আসামি করে মতিহার থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। অপরদিকে পুলিশ বাদী হয়ে শিবির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা দায়ের করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৩৫ জন আসামির মধ্যে ২৫ জন উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একজন মারা গেছেন এবং চারজন পলাতক রয়েছেন। তাছাড়া হত্যাকাণ্ডের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সারাদেশে পুলিশ শিবির বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। এজাহারভুক্ত আসামিরা হচ্ছেন ছাত্রশিবিরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শামসুল আলম ওরফে গোলাপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আবদুল লতিফ হল শাখার ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসমত আলী, শহীদ হুবিবুর রহমান হল শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রাইজুল ইসলাম, মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র ও শিবিরকর্মী রুহুল আমিন এবং শিবির ক্যাডার বাপ্পী। সন্দেহভাজন হিসাবে আরও ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে আছেন কেন্দ্রীয় নেতা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও রাজশাহী মহানগর জামায়াত ইসলামীর আমির আতাউর রহমান। কেন্দ্রীয় এই তিন নেতা অন্য মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁদের এ মামলায় শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় তিন নেতা কারাগারে রয়েছেন।

ফারুক হোসেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত শেষে কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। ফারুক হোসেন হত্যার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক গোলাম কবীর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের কথা স্বীকার করে বলেন, আমাদের কাজ ছিল তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করা, আমরা মামলার সূত্র ও আনুষঙ্গিক তথ্যের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেছি। বাকিটা শৃঙ্খলা কমিটির সভা ও সিন্ডিকেটের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপেক্ষায়। এদিকে থানায় দায়েরকৃত ফারুক হোসেন হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা চার বার বদল হয়েছে। বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তা ও মহানগরীর রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান বলেন, আমরা মামলার তদন্ত কাজ এগিয়ে নিয়েছি। ৩৫ জন এজাহারভুক্ত আসামির পরিচয় পাওয়া গেছে। আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেখার কাজ চলছে।

নসরুল্লাহ নাসিম হত্যাকাণ্ড

২০১০ সালের ১৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ্ মখদুম (এসএম) হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে খাবারের টোকেন বিতরণকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের কর্মী ও ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী নসরুল্লাহ নাসিম দলীয় নেতাকর্মীদের হাতে নৃশংসভাবে মারধরের শিকার হন। প্রত্যক্ষদর্শী ও মামলা সূত্রে জানা যায়, তাকে হলের দ্বিতীয় তলায় ডেকে নিয়ে মারধরের পর নিচে ফেলে দেয় ছাত্রলীগ কর্মী জহুরুল, জাহিদ, লুৎফর ও তাদের সহযোগীরা। নয়দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর একই বছর ২৩ আগস্ট ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নাসিম মারা যান। এ ঘটনার পরের দিন এসএম হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের কর্মী আজম আলী বাদী হয়ে ছাত্রলীগের নয়জন কর্মীকে আসামি করে মতিহার থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নাসরুল্লাহ নাসিম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে ছাত্রলীগের ছয়জন কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে।

এদিকে নিহত নাসিমের বাবার সংবাদ সম্মেলনের প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে গ্রেফতার দেখানো হয় ১০ আসামিকে, যারা এজাহারভুক্ত ছিলেন। অবশ্য মাত্র ৪ দিন পরে আদালত থেকে তারা সকলে জামিনে বেরিয়ে আসে। ওই আসামিদের মধ্যে ভূগোল বিভাগের ছাত্র ইমতিয়াজ জামান ওরফে ছোট রকি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র আরিফুর রহমান ওরফে পারভেজ নগরীর পদ্মার চরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েরই সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শরিফুল ইসলামের সহোদর তৌফিকুল ইসলাম হত্যা মামলায় জড়ায়। এই মামলায় রকি জেলহাজতে থাকলেও আরিফুর রহমান পারভেজ জামিনে মুক্তি পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

শরীফুজ্জামান নোমানী হত্যাকাণ্ড

২০০৯ সালের ১৩ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ, ছাত্রশিবির ও স্থানীয় বিনোদপুরের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত হন ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান নোমানী। তার মৃত্যুর পরের দিন ১৪ মার্চ ছাত্রশিবিরের সে সময়কার সাংগঠনিক সম্পাদক ফরহাদ আলম বাদি হয়ে ২৭ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনকে আসামি করে মতিহার থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। এই হত্যা মামলার অভিযোগপত্র কয়েক মাস আগে আদালতে দাখিল করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হোসেন হত্যাকাণ্ডের পর দেশব্যাপী অভিযান চালিয়ে জামায়াত শিবিরের তিন শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। অথচ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নোমানী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আসামিরা দিব্যি ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আব্দুল আজিজ সজীব হত্যাকাণ্ড

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে চলতি বছরের ১২ মার্চ রুয়েট ক্যাফেটেরিয়ার সামনে প্রতিপক্ষের হামলায় গুরুতর আহত হন ছাত্রলীগের দুই কর্মী আজিজ খান সজীব ও রনি। ১৫ মার্চ গভীর রাতে ঢাকার সাভারে একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আব্দুল আজিজ খান সজীব। এ ঘটনায় রুয়েট প্রশাসন গত ৩০ মার্চ ১৪ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়। তাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এবং তথ্য যাচাই করে শৃংখলা বোর্ডের (ডিসিপ্লিনারি বোর্ড) মাধ্যমে ১০ জনকে হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার দায়ে ৬ জনকে আজীবন এবং চারজনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করে। আজিজ মারা যাবার আগে মতিহার থানায় ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা করেছিল।

ফারুক হত্যা মামলায় তদন্ত কর্মকর্তাদের ভাষ্য

ফারুক হোসেন হত্যা মামলায় তদন্তে গাফিলতির কারণে তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হয়েছিল। প্রথমে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় মতিহার থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শহীদুল ইসলামকে। এরপর তাকে বাদ দিয়ে এসআই আরিফুজ্জামানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাকে বাদ দিয়ে দায়িত্ব দেয়া হয় এসআই সোহেল রানাকে। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে সহকারী পুলিশ কমিশনার এম শাখাওয়াত হোসেন, তৎকালীন উপ-কমিশনার (রাজশাহী-পূর্ব) প্রণয় কান্তি সরকার এবং মামলার তৎকালীন তদন্ত কর্মকর্তা ও মতিহার থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সোহেল রানাকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হয়। ২০১০ সালের নভেম্বরে মামলাটি মহানগর ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফাজ্জল হোসেন খানের কাছে হস্তান্তর করা হয়। চলতি বছরের শুরুতে হাজার বোতল ফেনসিডিল আটকের পর বিক্রি করতে গিয়ে আটক চার কনস্টেবলকে ছাড়িয়ে নিতে ভুয়া সিসি দেখিয়ে তদবিরের অভিযোগে তোফাজ্জল হোসেন খান সাসপেন্ড ও সিলেট রেঞ্জে বদলি হলে মামলাটি মহানগর রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে মামলাটি রাজপাড়া থানার ওসি জিল্লুর রহমান তদন্ত করছেন। তিনি দাবি করেন, ফারুক হোসেন হত্যা মামলার তদন্ত কার্যক্রম প্রায় শেষ। কবে নাগাদ অভিযোগপত্র জমা দেয়া হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আসামীদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়া হবে। এ মামলায় এজাহারভুক্ত আসামীদের ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিচার না হওয়ায় উদ্বিগ্ন ছাত্র নেতারা

এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কোন বিচার না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শিপন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক এস এম ইফতেখারুল ইসলাম শিপলু অবিলম্বে ক্যাম্পাসে সংঘটিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার দাবি করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত রেজা আশিক অবিলম্বে ক্যাম্পাসে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে বলেন, হত্যা করে অপরাধীরা রাজনৈতিক কারণসহ বিভিন্ন কারণে বারবার ছাড় পাবার কারণে দিনে দিনে ক্যাম্পাসে এই ধরনের ঘটনা বেড়ে চলেছে।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আহমেদ আলী আনান, বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের যেমন বিচার হয়েছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যেমন শুরু হয়েছে তেমনি ফারুক হত্যাকাণ্ডের বিচারও দেশের মাটিতে হবে।

নিহতদের পরিবারের সদস্যরা যা বলেন

নিহত ফারুক হোসেনের মা হাসনা বেগম ইত্তেফাককে বলেন, ফারুক খুন হলো আড়াই বছর হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার সন্তান হত্যার বিচার হয়নি যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি অবিলম্বে ফারুক হত্যার বিচার দাবি করে বলেন, হত্যার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে আমার পরিবারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার মেয়ে আসমা আক্তার প্রশাসনের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করলেও কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি। ফারুকের বোন আসমা আক্তার বলেন, বাবা প্যারালাইসিস। কথা বলতে পারেন না। অনেক কষ্টে সংসার চলছে আমাদের। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নমান সহকারী পদে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু পরীক্ষায় পাস না করার অজুহাতে আমাকে ভাইভা কার্ড দেয়া হয়নি। তারপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর যোগাযোগ করছি না।

নিহত নাসরুল্লাহ নাসিমের বাবা মোসলেম উদ্দিন জানান, নাসিম হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় দুই বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু হয়নি। হত্যা মামলার আসামীরা ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মামলার আসামীরা গ্রেফতার হওয়ার চারদিন পরই আবার বের হয়ে আসে। তিনি এ হত্যা মামলার কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের এ ধরনের কর্মকাণ্ড তার ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এতে করে সরকারের ভাবমূর্তিরও বিপাল ক্ষতি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

শরীফুজ্জামান নোমানীর পিতা হাবিবুল্লাহ বলেন, দিনের বেলায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে আমার কলিজার টুকরো নোমানীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিচার হলে পরবর্তীতে বাকি হত্যাকাণ্ডগুলো হয়তো সংঘটিত হতো না।

নিহত আজিজের মা রিনা আক্তার বলেন, অনেক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে আমার চোখের মণিকে রুয়েটে ভর্তি করেছিলাম। তার লেখাপড়ার ব্যয়ের জন্য আমাদের সংসারের সব কিছু শেষ করেছি। এখন বিচারের জন্য মামলা চালানোর মতো অর্থ আমাদের নেই। আমরা চাই আর কোনো বাবা-মায়ের বুক যেন খালি না হয়।